ঘুমপুরীর রাজকন্যে

নং ৭ ৭৫ পয়সা

Printed by R. N. Sachdev at Allied Publishers Private Ltd., 4, Najafgarh Road, New Delhi.
Published by H. G. Mirchandani for INDIA BOOK HOUSE, 249, Dr. Dadabhai Naoroji Road, Bombay 1.

Translated Edition published by arrangement with Amerind Publishing Corporation, New York.
Consultant: Anant Pai
Translator: Premendra Mitra

ঘুমপুরীর রাজকন্যে
PETER COSTANZA

এক যে ছিল সুখ স্বচ্ছলতা ভরা দেশ। সে দেশের রাজা যেমন ভালো, তাঁর রানীও তেমনি ভালো। প্রজারা সবাই হাসি আর গানে মেতে থাকত। শুধু রাজবাড়িতে একটু যেন দুঃখ ছিল।
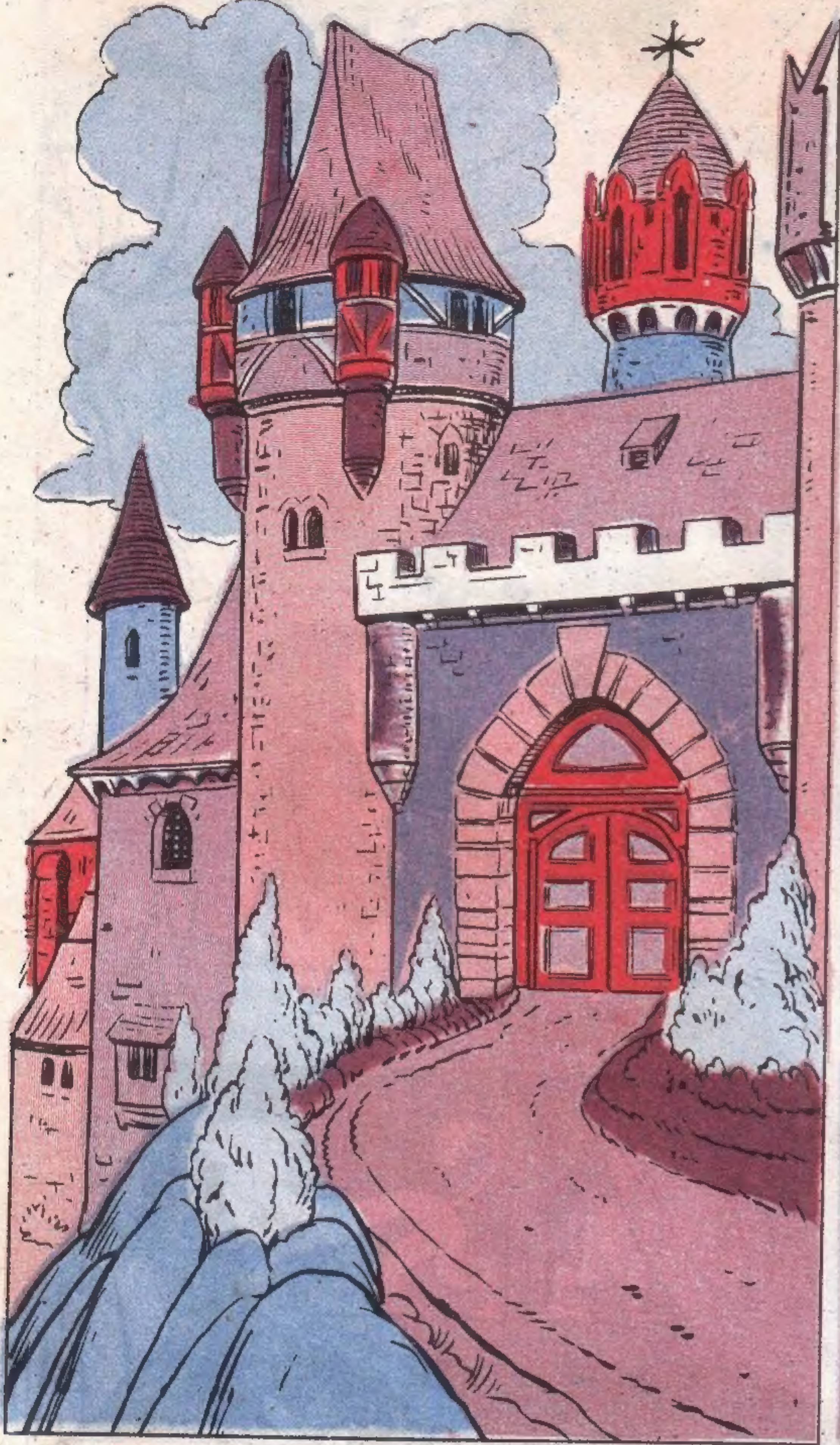
রাজা-রানীর মনে ভারী দুঃখ যে তাঁদের কোনো ছেলে মেয়ে হয়নি।
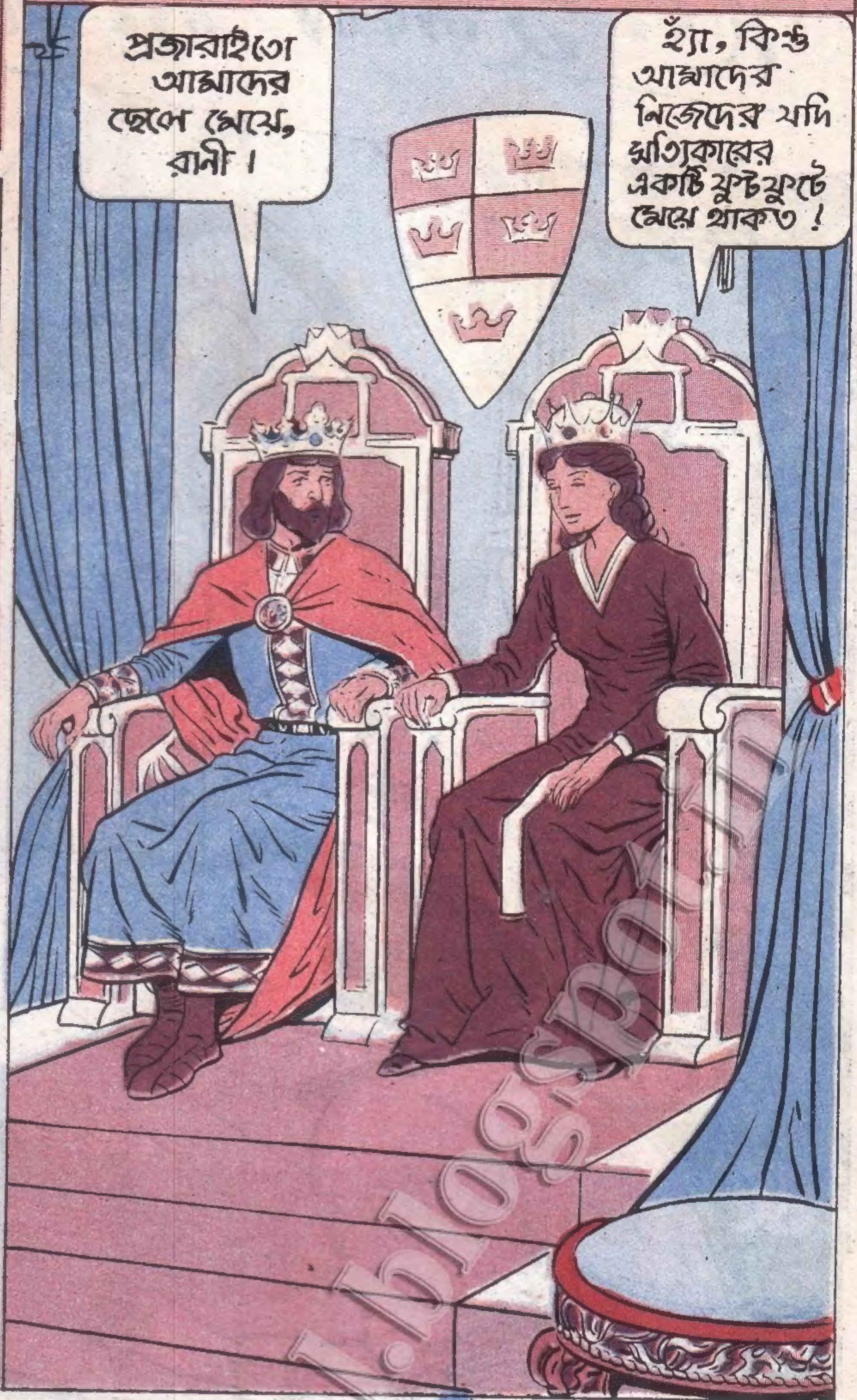
রানীর কোল জুড়ে এল এক
ফুটফুটে মেয়ে। সে যেন আলোয়
গড়া আর ভোরের মত নরম।
এমন সোনার টুকরো মেয়ে
সে দেশে আর ছিল না।
রাজকন্যের যেদিন নাম রাখা হবে
সেদিন সবার ছুটি। নাচ গান আর ভোজ
চলবে সব শহরে আর গাঁয়ে। যেখানে
যত ভালো পরী আছে সবাইকে মেয়ের ধর্ম-
মা হতে
নেমন্তন্ন করব।
নামকরনের দিনে সাত সাতটি ভালো পরী এল-
রাজকন্যেকে সবার সেরা গুন দিয়ে নিখুঁত
করে তুলতে।

নামকরনের পর ভোজ। সাত সাতটি পরীর জন্যে রাজা সোনায় রূপোয় সাত সাতটি থালাবাটির বাক্স বানিয়ে দিলেন।

ভোজ সুরু হয়েছে। সবাই খুশিমনে গল্পসল্প করছে – এমন সময় এক বুড়ি পরী এসে হাজির।
আমার নেমন্তন্ন হয়নি কেন?

মাপ করুন পরী ঠাকরুন! আমরা দেশের সব পরীদের খুঁজেছি। হয়ত আপনি বিদেশে ছিলেন। এখ্খুনি আপনার বসার জায়গা করছি।

রাগী পরীকে তো আর সকলের সঙ্গে বসানো হল। কিন্তু তখন আর নতুন করে সোনার থালাবাটি গড়বার সময় কই?

আম্মার পাওনা না দিয়ে ঠকাবে ভেবেছ ? এর শোধ নেব আম্মি ।
ও যে রাজকন্যের ক্ষতি করতে চায় !
পরী ধর্ম্ম-মায়েদের এবার রাজকন্যেকে বর দেবার সময় হয়েছে ।
আম্মি বাবা লুকিয়ে থাকি, যাতে সব শেষে বর দিতে পারি । তাহলে হয়ত বুড়ী পরীর শয়তানী ভণ্ডুল করতে পারব ।

আমি দিলাম রূপ। তোমার মুখের মিষ্টি হাসিতে দেশ আলো হবে।
আমি দিলাম লাবণ্য আর মধুর স্বভাব। তোমার কাছে এসে সবাই হবে সুখী।
আমি তোমায় দিলাম বুদ্ধি... প্রজাদের তুমি দেবে শান্তি।
আমার কাছে পেলে তুমি নৃত্যকলা। আমি তোমায় দিলাম দুটি নাচবার পা।
কোকিল তোমার সঙ্গী রবে, গানের গলা মধুর হবে।
বেণু বীনা চাইবে যা' পারবে তুমি বাজাতে তা'।

বুড়ী পরী ছোট্ট রাজকন্যের দিকে এগোতেই সবাই ভয়ে চুপ।
আমি দিলাম মরণ! ডাগর হবার আগেই তুমি আঙুলে টাকুর কাঠি ফুটে মরবে।
এই দারুন শাপ শুনে রানী মূর্ছা গেলেন!
কি শয়তানী!
নিষ্টুর!
আহা, বেচারী রাজকন্যে!
দাঁড়াও! আমি এর খানিকটা কাটাতে পারি!

এ শাপ একেবারে দূর তো করতে পারিনা, তবে রাজকন্যে মরবে না।

সোনামনি রাজকুমারী, টাকুর কাঠি হাতে ফুটবে বটে কিন্তু তুমি মরবে না। গভীর ঘুমে তলিয়ে যাবে। ঘুমোবে একশ বছর ধরে।

একশ বছর!
তারপর এক রাজপুত্তুর এসে তোমার ঘুম ভাঙাবে আর তোমার জীবন আবার শুরু হবে।
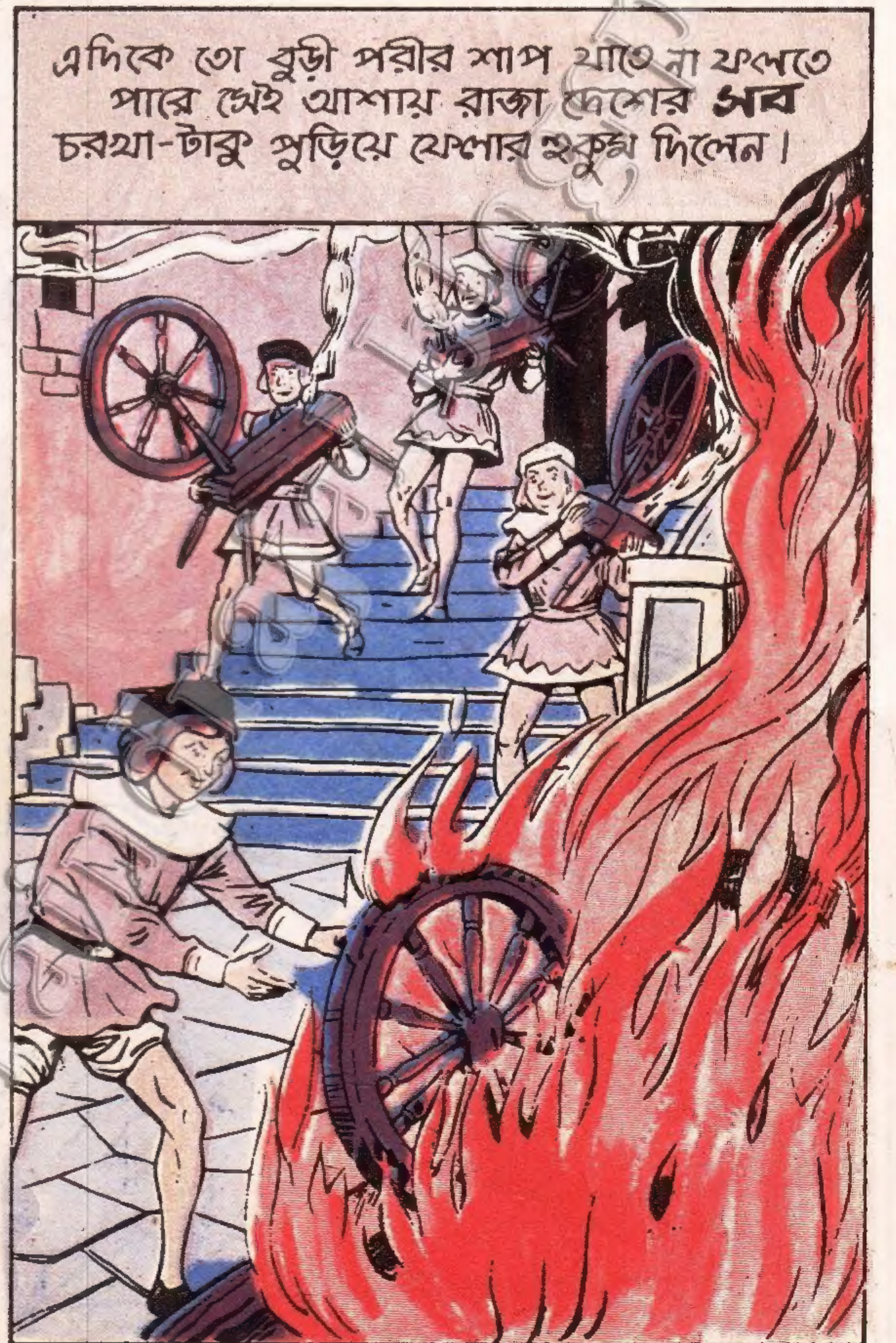
এদিকে তো বুড়ী পরীর শাপ যাতে না ফলতে পারে সেই আশায় রাজা দেশের **সব** চরখা-টাকু পুড়িয়ে ফেলার হুকুম দিলেন।

বছর ঘুরে চলল। ভালো পরীরা যেমন বলেছিল রাজকন্যে তেমনি সুন্দরী হয়ে উঠল। সে যেমন নাচতে জানে তেমনি গাইতে জানে, তেমনি আবার বাজনাও বাজাতে পারে। কিন্তু মাঝে মাঝে তার ভারী একা লাগে।
উঃ, পড়ে পড়ে হাঁপ ধরে গেল। খেলবার কোনো সখীও নেই। যাই, প্রাসাদটা একটু ঘুরে দেখি।
এ সিঁড়ি বেয়ে তো কখনো উঠিনি। ওপরে কি আছে কে জানে!
সিঁড়ির মাথায় এক দরজা। দরজা খুলে উঁকি দিয়ে রাজকন্যে দেখে এক চরখা-কাটা বুড়ী। বুড়ীকে দেখে তো রাজকন্যে অবাক।
কি করছ বুড়ী-মা? আর এই অদ্ভুত চরখাটাই বা কি?

ও মা, এ-ও জান না? আমি যে চরখায় সুতো কাটছি। চরখা কখনো দেখো নি বুঝি?

না, তো। আচ্ছা, চরখা কাটা একটু দেখি।

বাঃ, বেশ মজা তো! আমি একটু চালিয়ে দেখি!

টাকুটা ঠিক যেন জ্যান্ত হয়ে উঠে রাজকন্যের আঙুলে গিয়ে বিঁধল। তক্ষুনি সে পড়ে গেল মেঝেতে!

ও যে অজ্ঞান হয়ে গেছে!

শিগ্গির কেউ এসো! জলদি!

প্রাসাদে যে যেখানে ছিল সব্বাই ছুটে এসে রাজকন্যের মুখে কপালে জলের ঝাপটা দিল, ঘষল, কিন্তু...
কিছুতেই কিছু হচ্ছে না!

আমাদের তো কিছুই করবার নেই। এ যে সেই পরীদের কাজ। ও এখন ঘুমোবে... একশ' বছর।

মনের দুঃখ মনে চেপে রাজা প্রাসাদের সবচেয়ে সুন্দর ঘরে রাজকন্যেকে শুইয়ে দিতে বললেন। সেখানে কেউ আর তাকে বিরক্ত করবে না।
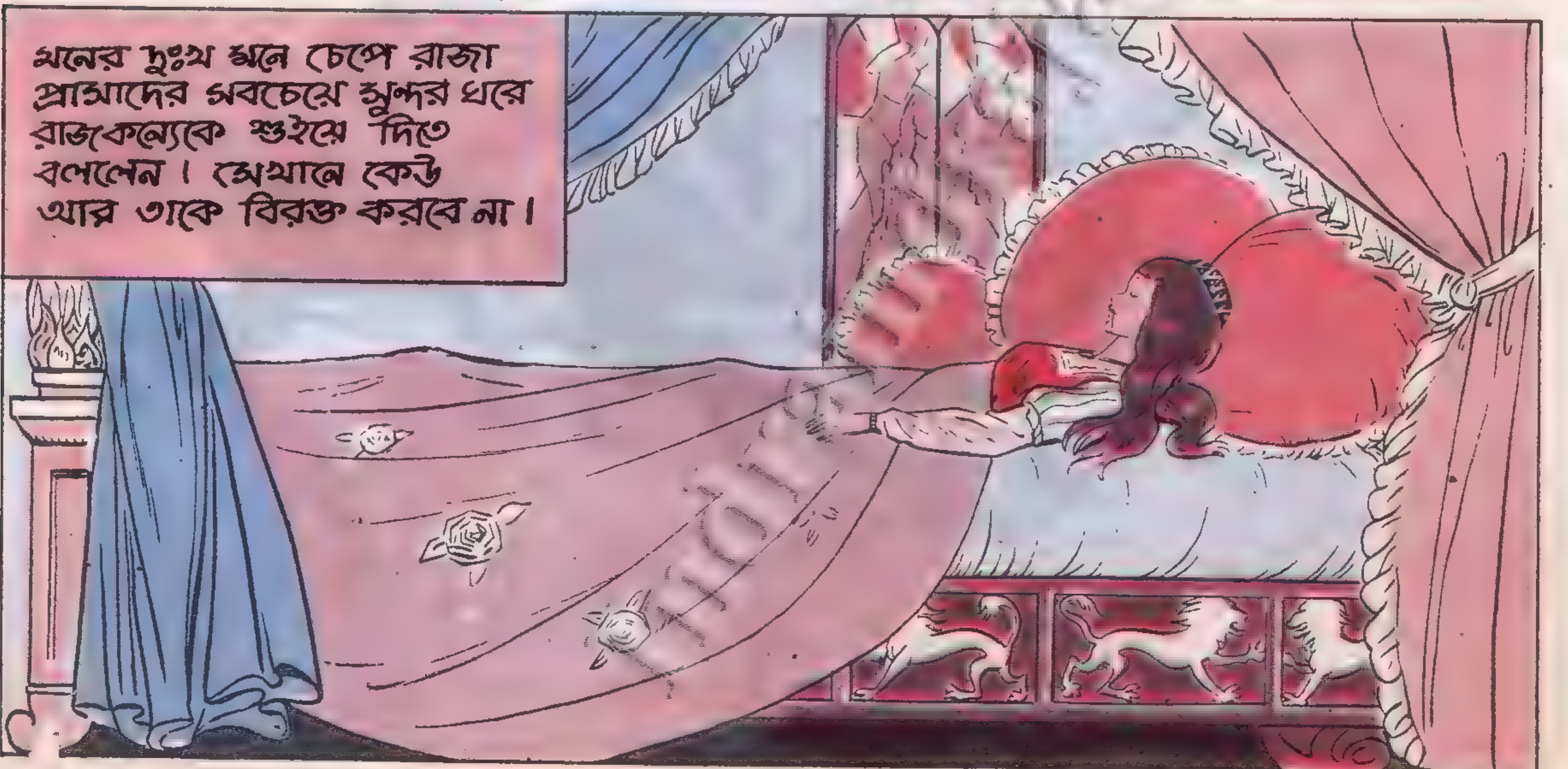
সেদিন সন্ধ্যেয় সাত-যোজনী জুতো পরা এক বামন পরীদের রাজ্যে ছুটল।
বিশ্রী পরীর শাপ থেকে রাজকন্যেকে যে বাঁচিয়েছিল, খানিক বাদেই বামন সেই ভালো পরীর সামনে হাজির।
আমায় তুমি বাণ লাগতেই খবর দিতে বলেছিলে। তাই সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছি।
বেঁচে থাক, বাছা। আর আমার রথটা শিগ্গির আন!
বিদ্যুতের বেগে পরী ঘুমন্ত রাজকন্যের দেশে উড়ে গেল।
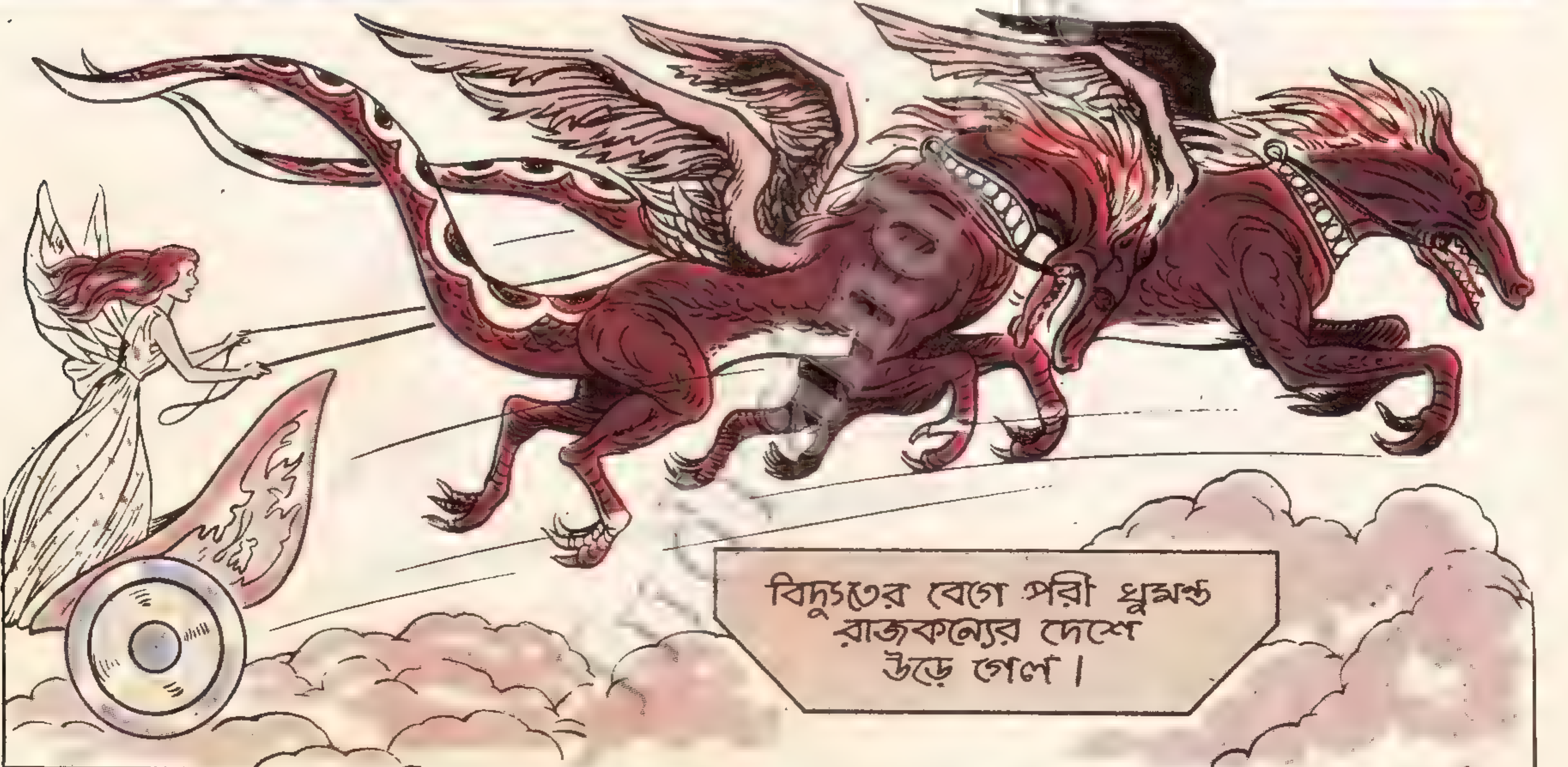
পরী যাদুর কাঠি ছুঁইয়ে সকলকে — রানীর সখী, সহচরী, রাজার সভাসদ, রাজ-কর্মচারী, রাঁধুনী, চাকর বাকর, এমন কি কুকুর, বেড়াল, ঘোড়া সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে দিলে।

শুধু রাজ্য-শাসন করবার জন্যে জেগে রইলেন রাজা আর রানী।
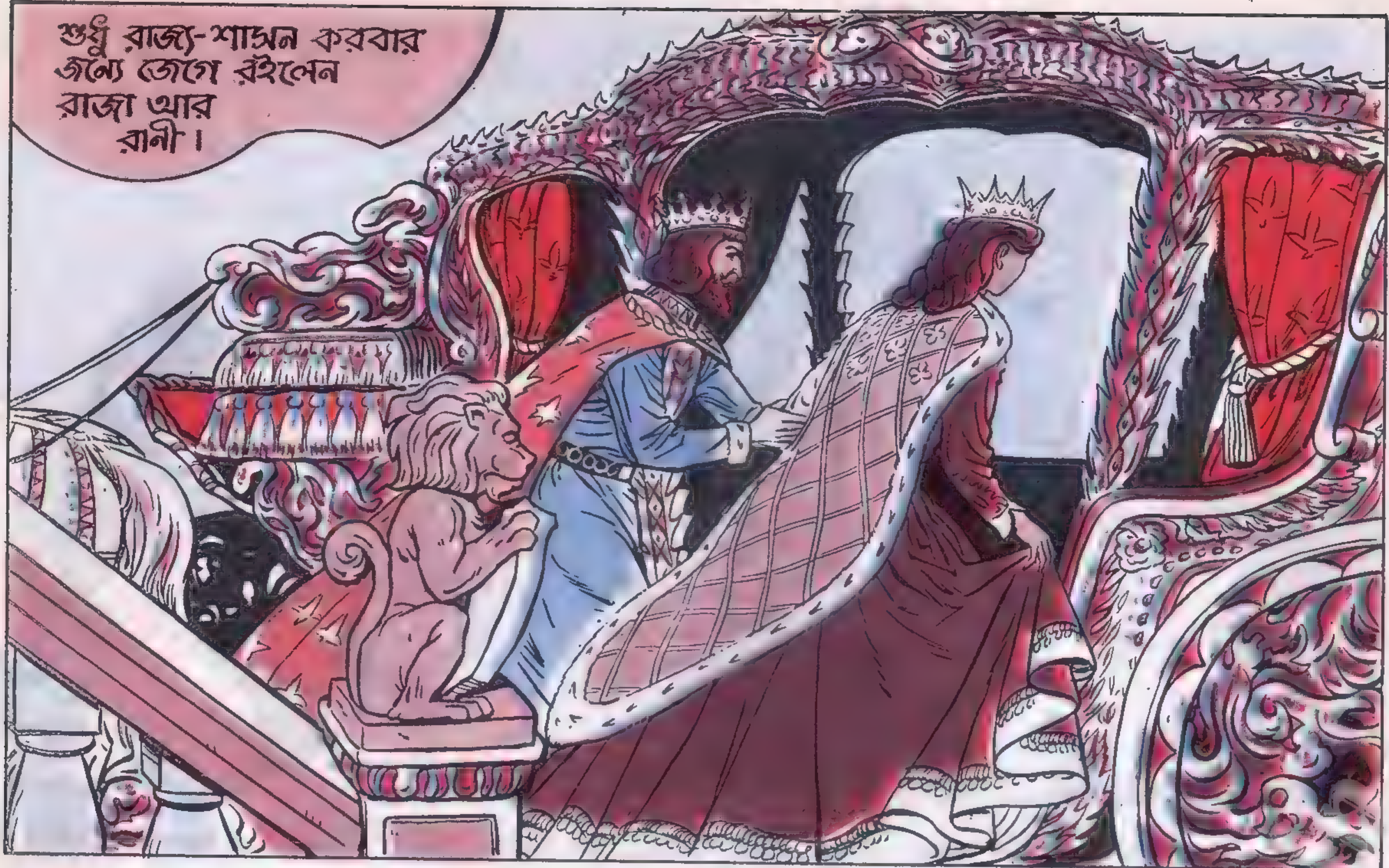
রাজা-রানী কাজেই অন্য এক শহরে অন্য এক প্রাসাদ থেকে রাজত্ব করতে গেলেন। আর তাঁরা যেতেই— কি এক আশ্চর্য কাণ্ড!— ঘুমন্ত রাজকন্যের প্রাসাদ ছেয়ে গেল এক গভীর অরণ্যে।

তারপর ধীরে ধীরে একশ' বছর কেটে চলল। রাজা-রানী মারা গেলেন। যুদ্ধ হল... আর সিংহাসনে এল এক নতুন রাজবংশ।
বৃহ
বুধ
মঙ্গ
সোম
রবি
শনি
শুক্র
বৃহস্পতি
বুধ
মঙ্গলে
সোম
৮
৭
৫
এদিকে নতুন রাজার ছেলেও বড় হয়ে উঠল। রাজপুত্রের কিন্তু শিকারের শখই সবচেয়ে বেশী। দূর দূরান্তের জঙ্গলে সে বুনো হরিন তাড়িয়ে ফেরে।
একদিন...
এ কি? এই বনের মাঝখানে প্রাসাদ?
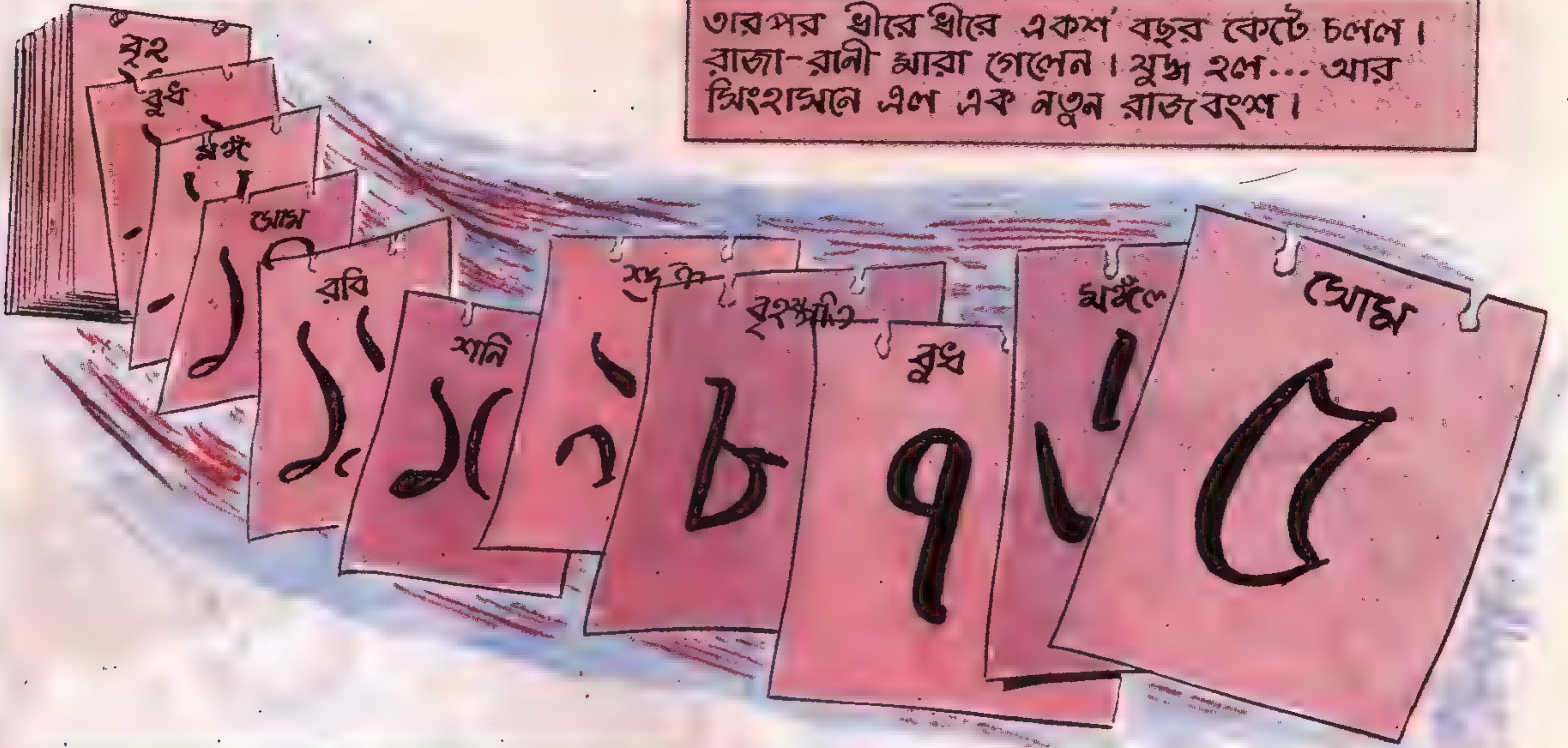
রাজপুত্র শহরে ফিরে গিয়ে পুরোনো প্রাসাদটার কথা জিজ্ঞেস করল।
এই, শুনছ! ওই পুরোনো প্রাসাদটার কথা কিছু জানো? কে থাকে ওখানে?
ডাইনির দল। ওর ধারে কাছে না যাওয়াই ভালো।
রাজপুত্তুর, ওই লুকোনো প্রাসাদের কথা না শুধোনোই ভালো! ওখানে নাকি ভূত প্রেতে হানা দেয়।
রাজবাড়িটা সম্বন্ধে অদ্ভুত সব গল্প শুনেছি। নিশ্চয় বাজে কথা। ও বিষয়ে কিছু জান নাকি?
আমার দাদু তো এক ঘুমন্ত রাজকন্যের গল্প বলেন।
আমাকে এখখুনি তোমার দাদুর কাছে নিয়ে চল তো—এ গল্পটা শুনতেই হচ্ছে!
বেশ তো, আমার সঙ্গে চলুন না।

বুড়ো চাষীর কথা শুনতে শুনতে রাজপুত্রের মনটা কেমন যেন হয়ে গেল।
... লোকে তো বলে একশ' বছর পার হয়েছে। অনেকে চেষ্টাও করেছে জঙ্গলে ভেদ করে রাজবাড়ীতে যেতে। কিন্তু কেউই পারেনি।
আমি তা' হ'লে যাব-ই।

যাবেন না, যুবরাজ! যারা গেছে তারা কেউ ফেরেনি। আপনার ক্ষতি হতে পারে।

রাজপুত্র কিন্তু মানা শুনলে না। তখখুনি ঘোড়া ছুটিয়ে সে জঙ্গলে ফিরে গেল। তারপর ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে সে ঘন বনের দিকে এগোতে লাগল।
ঢোকবার পথ নেই। অস্ত্রে কুড়ুলও আনিনি। কিন্তু ঠিক যেন কোনো মায়ার টানে চলেছি।

হঠাৎ যেন কিসের ভেল্কিতে ঘন বন চিরে রাস্তা দেখা দিলে।
গাছগুলো আমার জন্যে পথ ছেড়ে দিয়েছে!

যাক, যা হবার হ'ক।
আমি এগিয়েই যাব।

রাজপুত্র চত্বরে ঢুকে দেখে...
এ সব আবার কি?
এ যে ঘুমোচ্ছে!
চাষী বুড়ো তবে তো ঠিকই বলেছিল। প্রাসাদশুদ্ধু সবাই ঘুমোচ্ছে।
রাজসভার সভাসদেরা – একশ' বছর আগে যেমন ঠিক তেমনি রয়েছে।
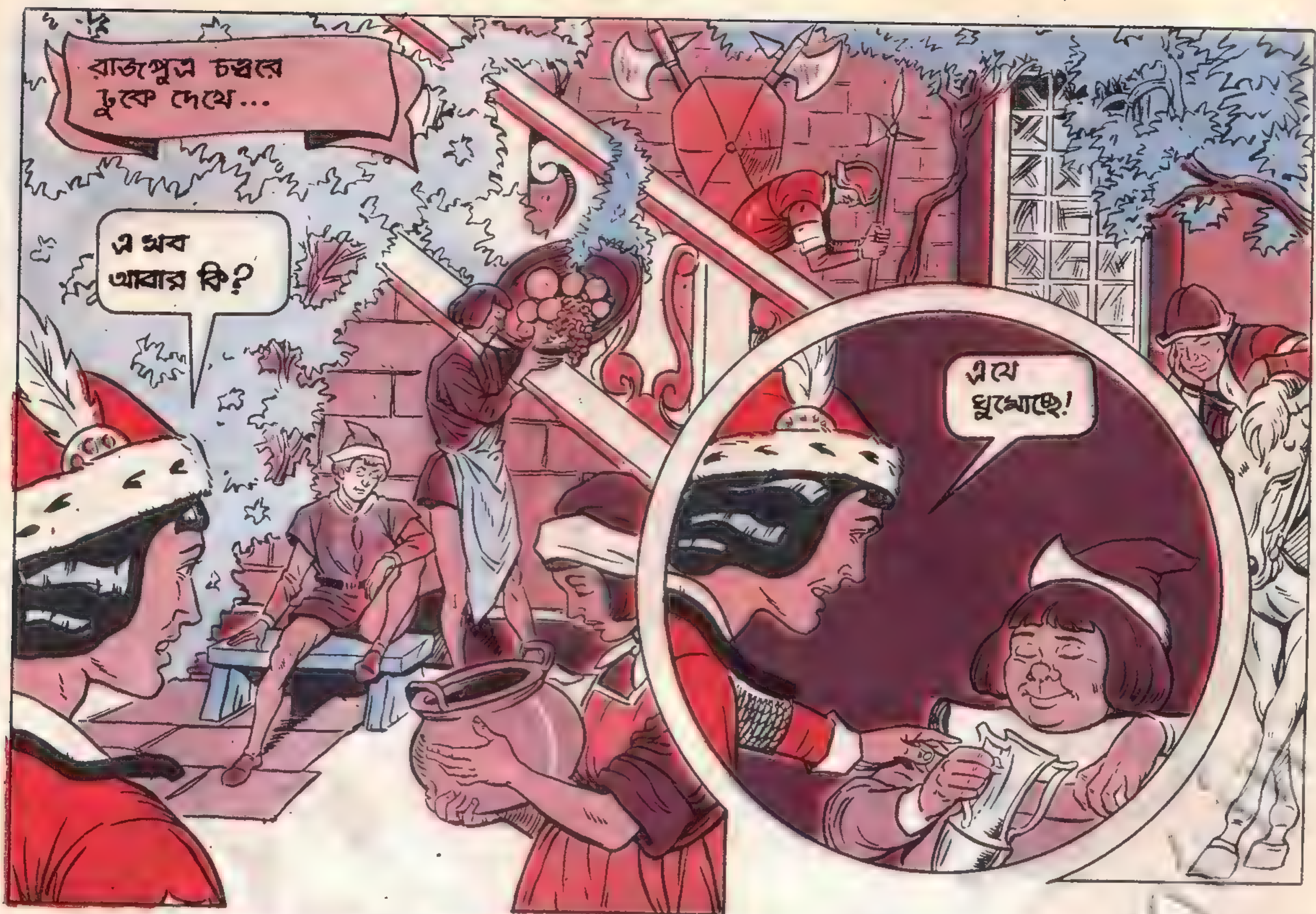
রাজপুত্র তারপর ঘুমন্ত রাজকন্যের ঘরে ঢুকল। সেই মুহূর্তে শাপ কেটে গিয়ে জেগে উঠল রাজকন্যে।
তুমিই কি আমার রাজপুত্তুর ?

রূপের ডালি রাজকন্যেকে দেখে আনন্দে রাজপুত্রের মুখে আর কথা নেই।
এত কাল ধরে আমি যে তোমারই স্বপ্ন দেখেছি।

ততক্ষণে সমস্ত রাজবাড়ী জেগে উঠেছে। একশ' বছর কিছু খায়নি বলে সবাইকার দারুণ খিদে!
শিগ্গির রান্না চড়াও!
উনুন ধরাও! হাঁড়ি চাপাও!

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। যুবরাজ আর রাজকন্যের কথা আর ফুরোয় না।
খাবার তৈরী, রাজকন্যে।

কি সুন্দর দেখতে...
আমার ভক্ত প্রজারা, কেমন ঘুমলে সবাই?

খাওয়া দাওয়ার পর
রাজপুত্র আর
রাজকন্যের বিয়ে হল।

বিয়ের পরই তারা রাজপুত্রের প্রাসাদের দিকে রওনা হল।

ওমা, দেখো! সমস্ত বন পরিষ্কার হয়ে গেছে!
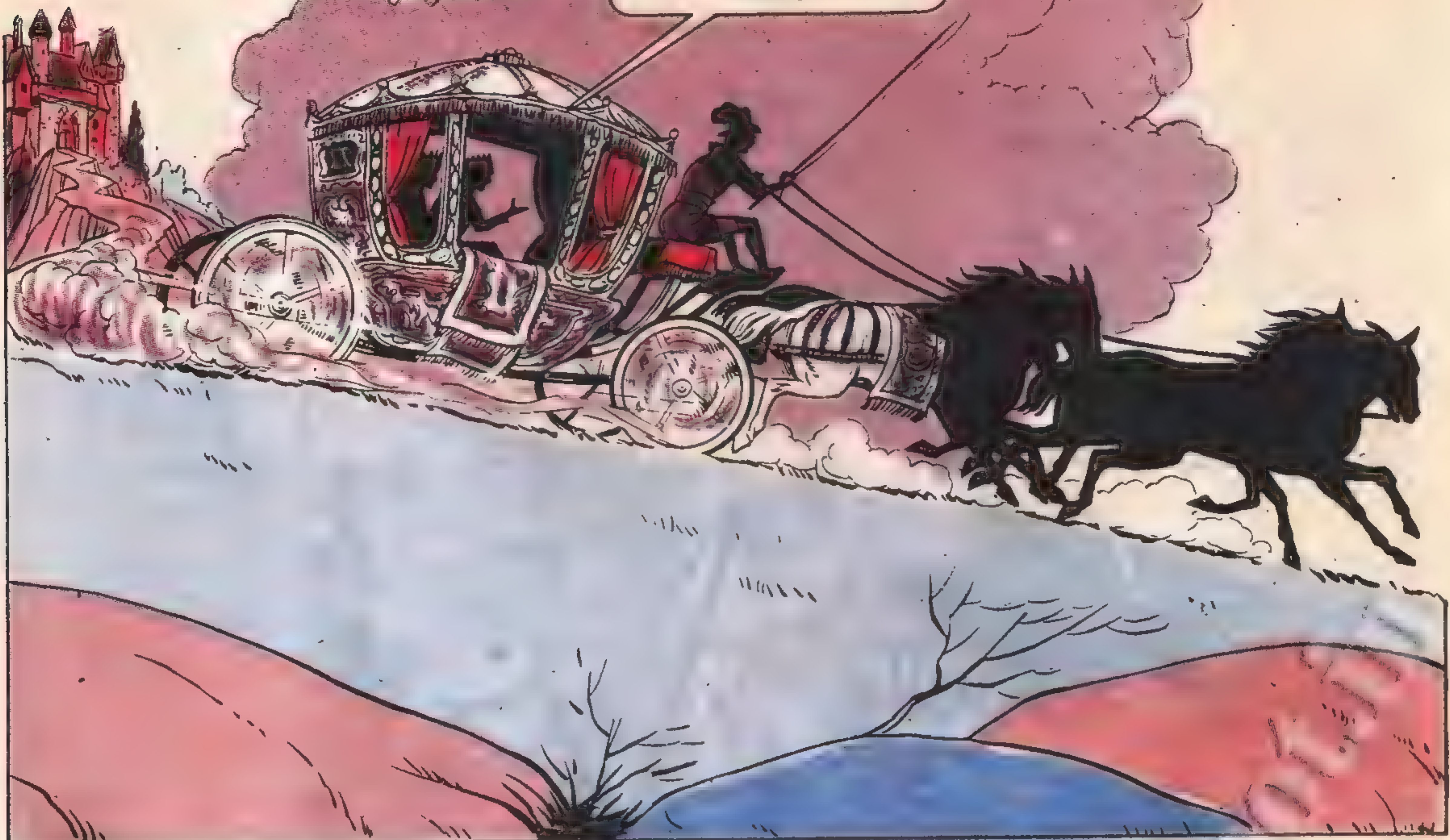
দেশের কোনো এক জায়গায় ভালো পরীর কানেও এ-খবর পৌঁছল।

এবার ওরা চিরকাল সুখে থাকবে তো?

তাই থাকবে। এবার আমার কাজটি ফুরল।

শেষ

আসল রাজকন্যে

— হান্স্ ক্রিস্টিন আন্ডারসন

এক যে ছিল রাজপুত্র। বিয়ের ইচ্ছে ছিল তার খুব। কিন্তু যাকে তাকে বিয়ে করায় ছিল আপত্তি। তাই মনের মত বৌ খুঁজতে সে বার হ'ল।

যতক্ষণে তাকে না পাই সারা দুনিয়া খুঁজব।

ঠান্ডা লাগিও না বাবা, পা যেন ভিজে না থাকে আর যা-তা খেয়ো না।
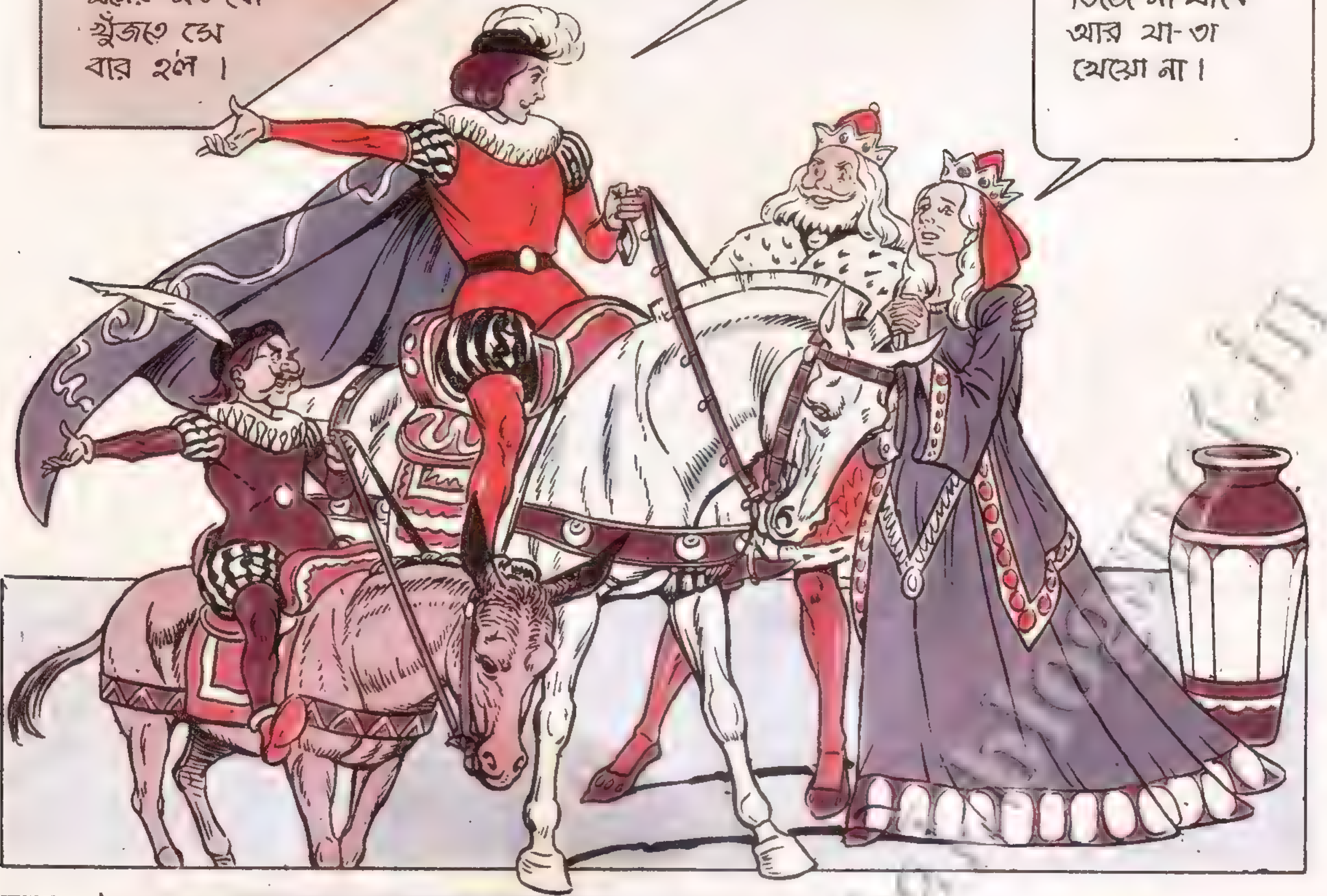
প্রথমে রাজপুত্র উত্তরে তুষার আর বরফের দেশে গেল।
আমি আকাশ-ছোঁয়া রাজকন্যে।
তুমি খুব সুন্দরী, কিন্তু সত্যিকার রাজকন্যে মনে হচ্ছে না।
তারপর রাজপুত্র রোদের দেশে গেল।
আমি ছোট্ট রাজকন্যে।
তুমি যেন মিষ্টি বেড়ালছানাটি, কিন্তু সত্যি রাজকন্যে বলে মনে লাগছে না।
এবার রাজপুত্র গেল — দিনের যেখানে সুরু সেই পূবের দেশে।
আমাকে পছন্দ হয়? আমি গোলে গালে রাজকন্যে।
পছন্দ খুব হয় কিন্তু তুমি আসল রাজকন্যে নিশ্চয় নও।
সবশেষে রাজপুত্র সুদূর পশ্চিমের দেশে গেল।
সবাই আমায় চোখা-নাক রাজকন্যে বলে। তোমাকে কি কাউকে আমি বিয়ে করতে চাই না।
শুনে খুব খুশি হলাম। তুমি কখখনো আসল রাজকন্যে নও!

বিয়ে করার মত আসল
রাজকন্যে না পেয়ে রাজপুত্র
মনের দুঃখে বাড়ি ফিরলেন।
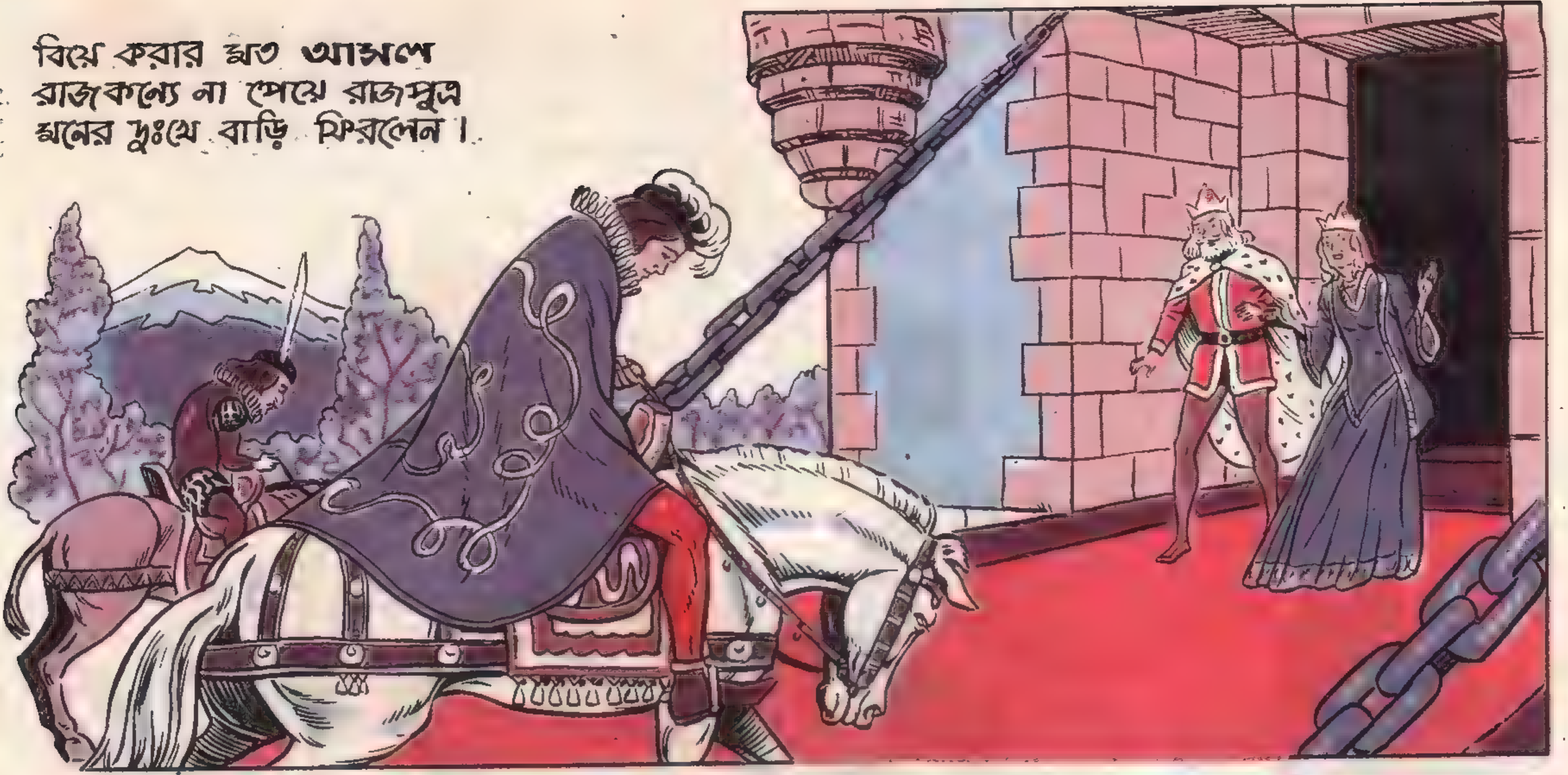
সেই রাত্রে রাজপরিবারের সবাইকার
খুব মন খারাপ...
বৃষ্টিটা থামলে ভালো
হয়। এমন রাতে কেউই
দেখা করতে আসবে না।
দাঁড়াও,
দরজায় কার যেন
ধাক্কা শুনছি।

শিগ্গির!
দেখ কে
এসেছে।
আহা, আমুদে কাউন্ট
যদি আসেন! উনি
আমায় এমন
হাসান।

কিন্তু
দেউড়িতে
অতিথি
ভিজে
সপ সপে
একটি
মেয়ে!
ভেতরে
আসতে পারি?

নিশ্চয়, বৃষ্টিতে থেকোনা, কে তুমি ?
আমি এক রাজকন্যে।
আসলে রাজকন্যে তো নয় ?
নিশ্চয়, আসলে রাজকন্যে।
ঠিক সে রকম দেখাচ্ছে না বটে, কিন্তু... কিন্তু...
কিন্তু কিন্তু কিছু নেই। এই গরীব ভিজে মেয়েটা আসল রাজকন্যে? হতে পারে কখনো ?
সত্যি বলেছে কি না দেখাই যাক — এসো আজ এখানেই শোবে তুমি।
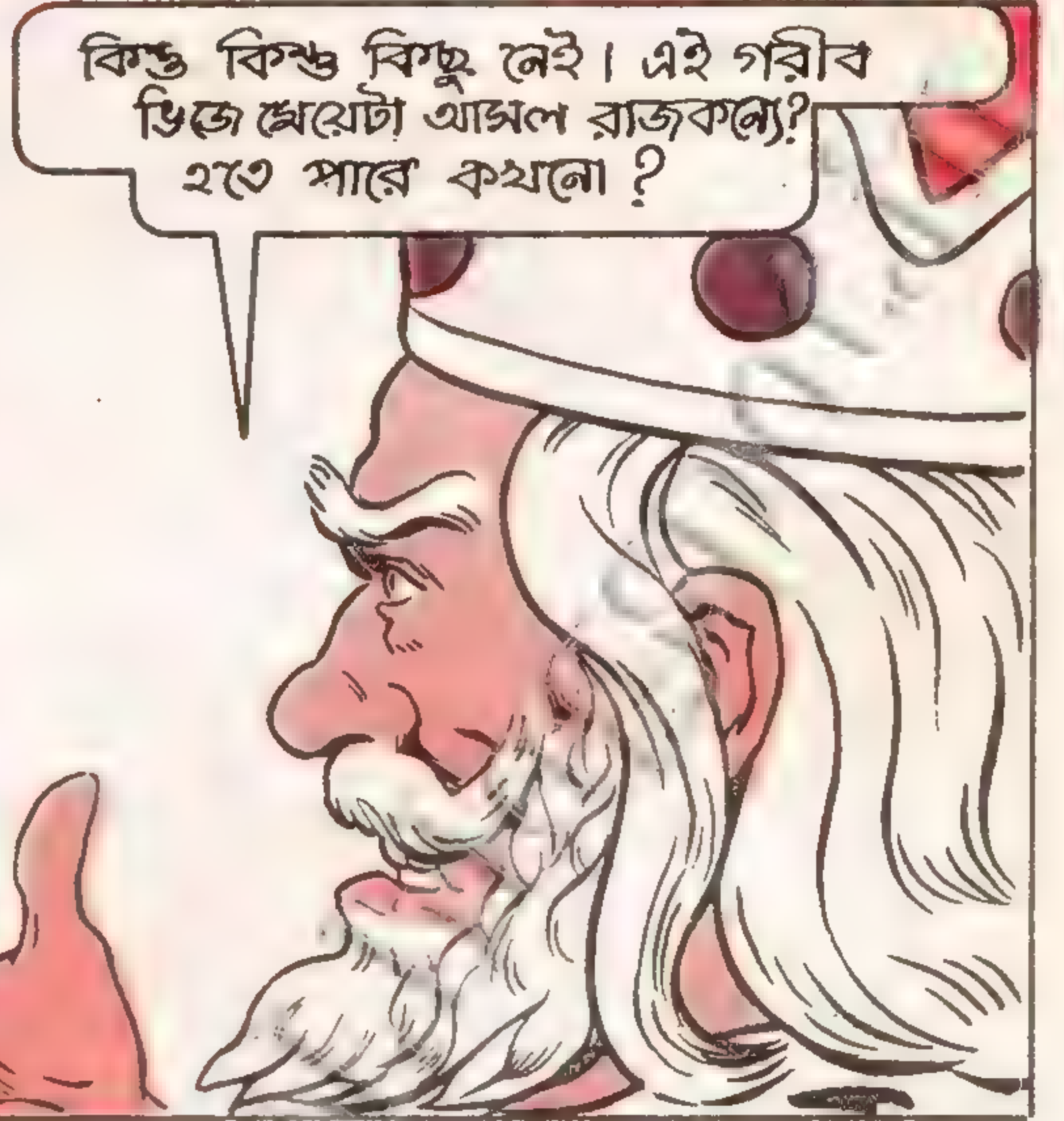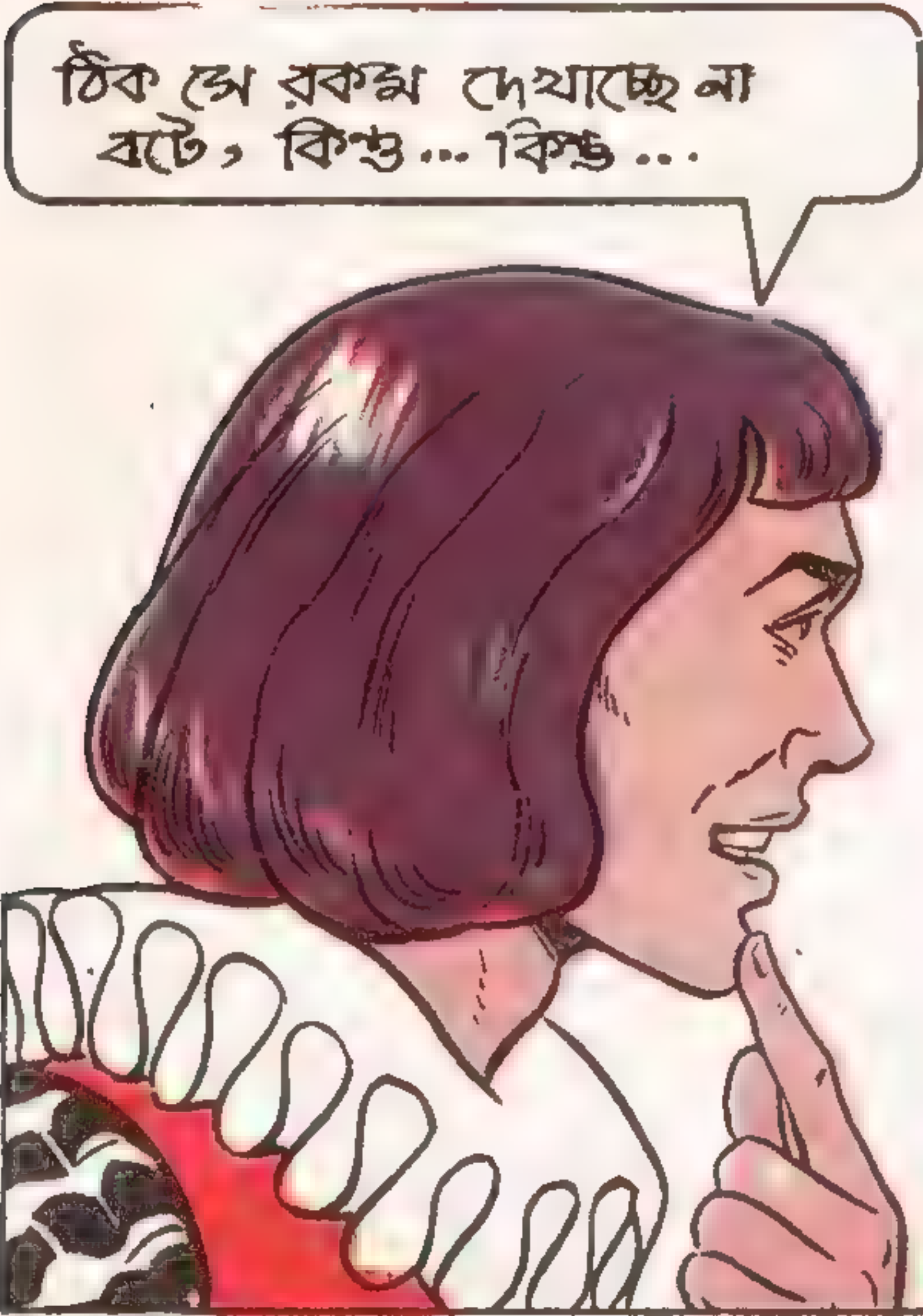
রাজকন্যে কাপড় ছাড়তে গেলে রানী আর তাঁর দাসী তার জন্যে এক বিছানা পাতলেন।
প্রথমে তলায় একটা মটর দানা রাখব।
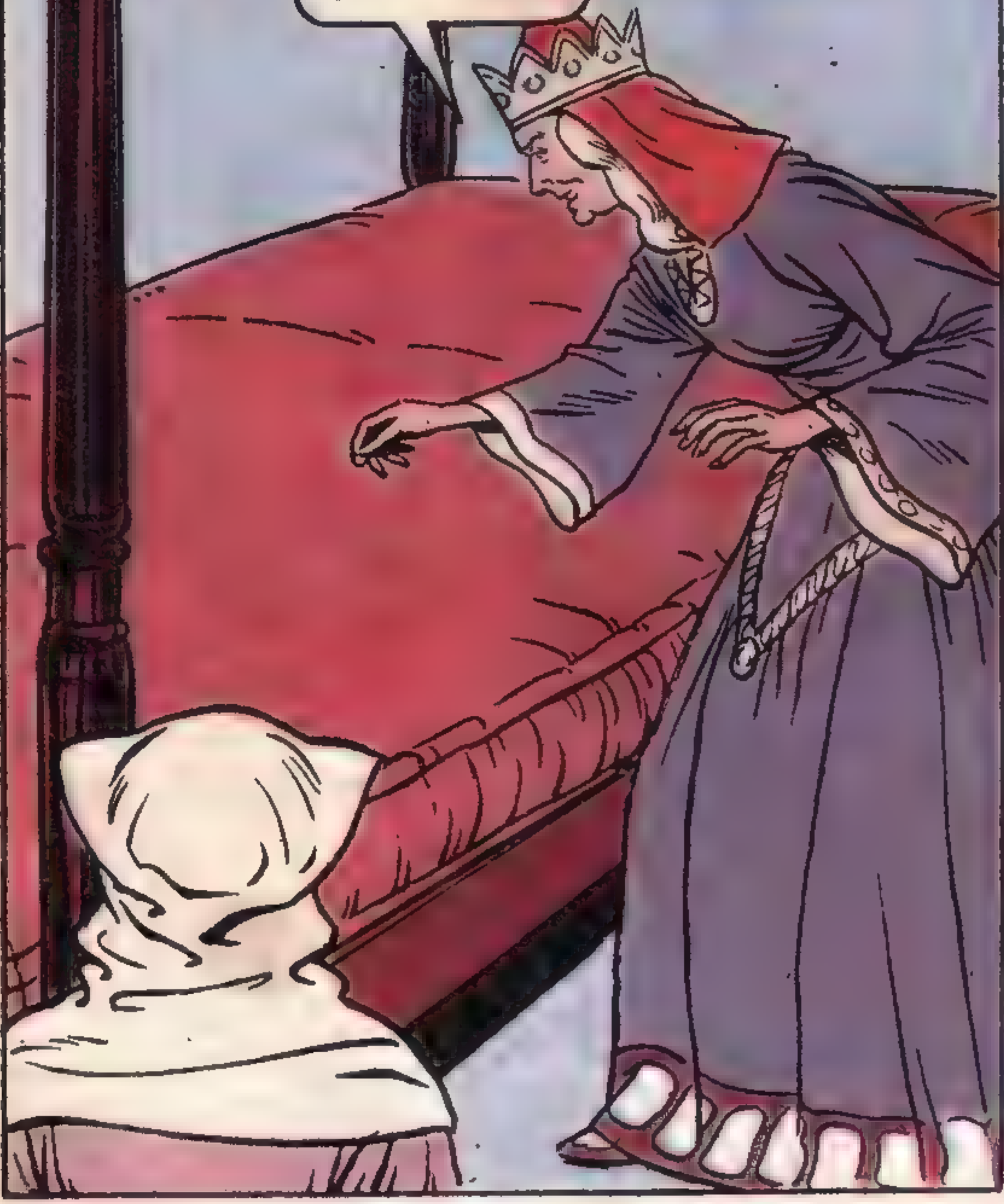
তার ওপর থাকবে কুড়িটা গদি।

তারও ওপরে কুড়িটা লেপ।

রাত্রে কোথায় শুতে হবে দেখে তো ছোট্ট রাজকন্যে একেবারে অবাক।
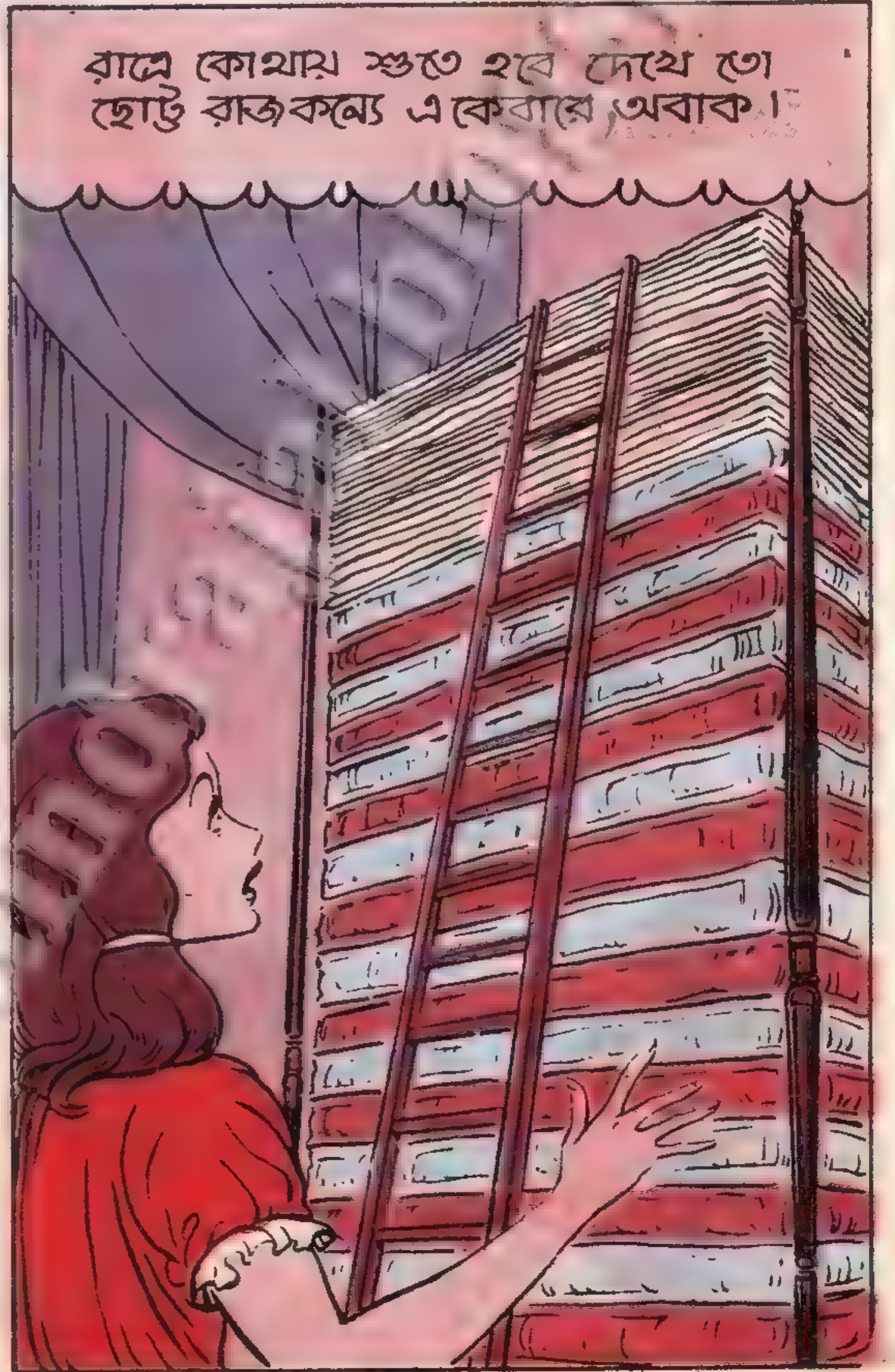
রাত দুপুরেও রাজকন্যে জেগে আছে।

আমার সারা গায়ে কালশিটে পড়ে যাবে।

সকালে, আর একটু পরে...
ভালো ঘুমিয়েছ বলে তো মনে হচ্ছে না।
চোখের দু'পাতা এক করতে পারিনি। আমার বিছানায় মটর দানার মত শক্ত কিছু ছিল। সারারাত ছটফট করেছি।
এ-ই আসল রাজকন্যে। আসল না হলে কুড়িটা লেপ তোষকের নিচে মটর দানা আছে টের পেত না। ওকে বিয়ের কথা বলো, বাবা।
এমনি করে, এত ঘোরাঘুরির পর, রাজপুত্র আসল রাজকন্যে বৌ পেল... পেল বাড়িতেই।
আমায় বিয়ে করবে?
করব বই কি। শুধু আমায় আরাম করে শোবার বিছানা দিতে হবে।
শেষ

WORLD - FAMOUS CLASSIC PICTURE STORIES

FOR
HEALTHY
&
WHOLESOME
ENTERTAINMENT
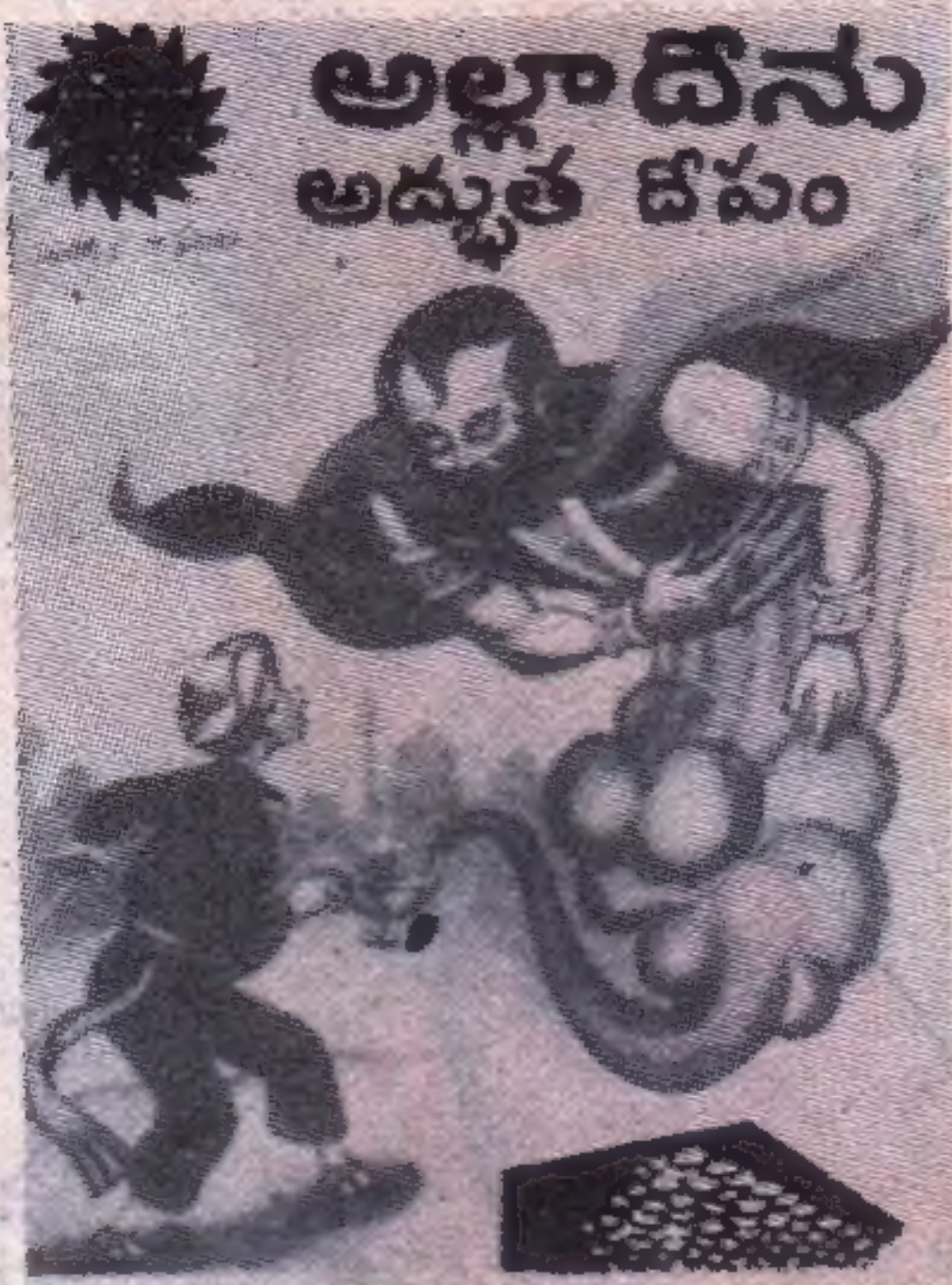
Published in
HINDI
MARATHI
GUJARATI
BENGALI
TAMIL
TELUGU
MALAYALAM
KANNADA
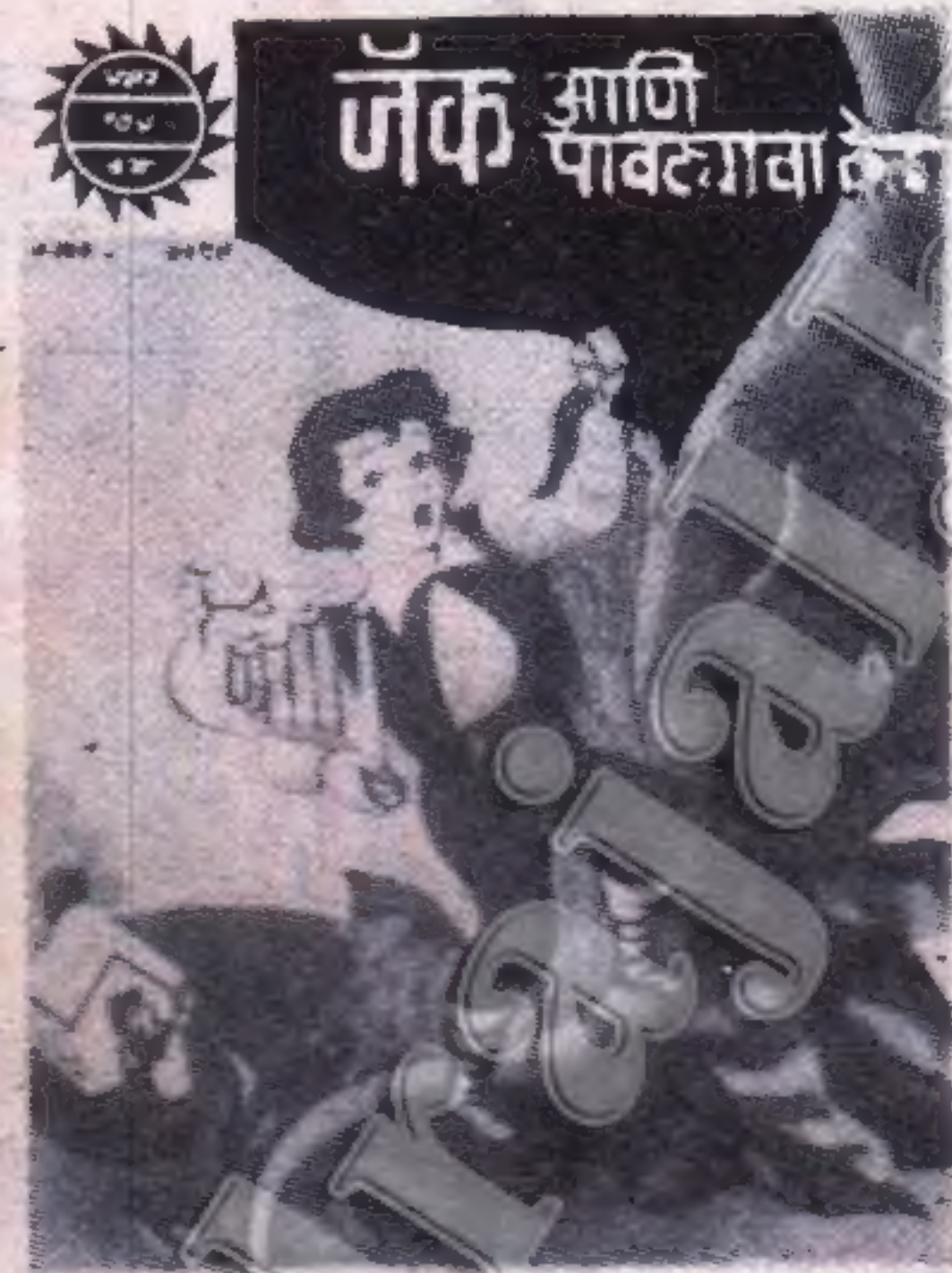
Jack & The Bean Stalk
Little Red Riding Hood
Cinderella
The Magic Fountain
Aladdin & His Lamp
Pinochhio
The Three Little Pigs
The Wizard Of Oz
The Sleeping Beauty
Snow White & Seven Dwarfs

PRICE : 75 P.

Available at
all book sellers or at
INDIA BOOK HOUSE,
Dept. M.O. BOMBAY 26.

দু জাতের উট আছে। এক আরবের উট যার পিঠে একটা কুঁজ আর ব্যাকট্রিয় উট যার কুঁজ দুটো।
মৌচাকের মত উটদের কুঁজে অনেক কোষ থাকে। উটেরা জলে আর খাবার যা খায় তা এই সব কোষে দরকারের সময়ের জন্যে জমা থাকে। অনেক দূরের যাত্রার পর আবার খেয়ে দেয়ে ভর্তি না করা পর্যন্ত কুঁজগুলি প্রায় মিলিয়ে যায়।
উটকে বলে মরুভূমির জাহাজ। জল যেখানে পাওয়া যায় না সেখানে এই প্রাণীটিই মানুষকে বইতে পারে।
উটেরা মরুভূমির সম্পূর্ণ উপযোগী। দম বন্ধ না হতে দেওয়ার জন্যে তারা এমন কি বালির ঝড়ের সময় নাকও বন্ধ করতে পারে।
উট এত কাজের যে সৈনিকরাও মরুভূমির যুদ্ধে উট ব্যবহার করে। লম্বা বেঢপ পায়ে উটেরা ছুটতে পারে খুব তাড়াতাড়ি।

তিনটে খুদে লোক কলম কিনতে গেল
10NO
"গঠন হওয়া চাই চমৎকার!"
"টেকে যেন অনেকদিন!"
"আর নিবটা যেন মসৃন হয়!"
STORES
Fleet
ফ্লিট এক অপূর্ব কলম,
ওয়াটুমাল ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ,
"ডেলষ্টার", হিউজেস্ রোড, বোম্বাই-৬।